দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 18 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২.....

38

ইসলামী ভার্সিটিতে কোটাভিত্তিক ছাত্রভর্তি নিয়ে জটিলতা

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ কুষ্টিয়া, ১৭ মার্চ।- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি ১৯৯৪-৯৫ সেশনে অনার্স ১ম বর্ষে কোটা-ভিত্তিক ছাত্রভর্তিকে কেন্দ্র করে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এ বছর খেলোয়াড় কোটায় ১১ জন ছাত্রকে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ফুটবলে ৪ জন, ক্রিকেটে ৪জন এবং ভলিবলে ৩ জন। মূলতঃ খেলোয়াড় কোটার নামে দলীয় 'ক্যাডার' ভর্তিকে কেন্দ্র করেই জটিলতার সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ভুয়া সনদপত্রধারী সন্ত্রাসীরা ছাত্র সংগঠনগুলোর মাধ্যমে ভর্তির জন্য লবিং শুরু করেছে।

১৯৯১-৯২ সেশনে কোটাভিত্তিক ১২৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে দলীয় কোটায় ৪৯ জন, স্থানীয় কোটায় ৩০ জন, খেলোয়াড় কোটায় ৩২ জন এবং সংস্কৃতি কোটায় ১৬ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়। এদের অনেকের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল না। দলীয় কোটায় ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের পছন্দ মাফিক সন্ত্রাসী ভর্তি করে। ঐ সময় কোন কোন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে একটি ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী একটি ছাত্র সংগঠন দলীয় কোটায় ছাত্র ভর্তির বিরোধিতা করে এবং তারা দলীয় কোটার শেয়ার গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানায়। স্থানীয় কোটায় কুষ্টিয়া সদর ও ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানার স্থায়ী অধিবাসী ৩০ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করে নেয়া হয়। এটি স্থানীয় কোটার নামে হলেও ছাত্র সংগঠনগুলোর মতামতের ভিত্তিতেই ভর্তি করা হয়। খেলোয়াড় ও সংস্কৃতি কোটার অবস্থা একই। বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সনদপত্রধারী অনেক সন্ত্রাসী এ কোটায় ভর্তি হয়েছে।

কোটাভিত্তিক ছাত্র ভর্তির পর থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস অনেক গুণ বেড়ে যায়। ফলে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সংঘর্ষে ১ জন ছাত্র নিহত এবং প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র আহত হয়। দলীয় কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্ররাই মূলত এ সকল সংঘর্ষের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। এদের অনেকেই একাধিক মামলার আসামী। ছাত্র সংঘর্ষের কারণে বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তীব্র সেশন জটে ভুগছে। এ বছর খেলোয়াড় কোটায় সন্ত্রাসীরা ভর্তি হলে ছাত্র সংঘর্ষের কারণে সেশনজট বৃদ্ধির আশংকা করা হচ্ছে।